মুজিবনগরে নাশকতা মামলার আসামি জামায়াত নেতা গ্রেফতার

মেহেরপুরের মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে নাশকতার অভিযোগে পুলিশের দায়ের করা মামলার এজাহারনামীয় আসামি সাইয়েদুল ইসলাম (৫৫) কে গ্রেফতার হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত সাইয়েদুল ইসলাম মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর গ্রামের সুরত আলীর ছেলে।

গতকাল রবিবার দিবাগত রাতে মুজিবনগর থানা পুলিশ তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে সাইয়েদুল ইসলামকে গ্রেফতার করেন। তার নামে মুজিবনগর থানা পুলিশের দায়ের করা বিশেষ ক্ষমতা আইনে দায়ের করা নাশকতার মামলা নং ১১, তারিখ ২৪/০১/২৩ ইং।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন, গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে নাশকতার অভিযোগে জামায়াতের এই নেতাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত জামায়াত নেতা সাইয়েদুল ইসলামকে আজ সোমবার (২৮ আগস্ট) দুপুরের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় থানা পুলিশের আয়োজনে শোক দিবসের আলোচনা সভা

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের উদ্যোগে জাতীয় শোকের মাস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকেল ৪টায় উপজেলা মঞ্চে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুনের সভাপতিত্বে

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা- আলমডাঙ্গা ১ আসনের সাংসদ বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়াদ্দার ছেলুন এমপি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি ছেলুন বলেন, পরাজিত শক্তির বিপক্ষে ১৯৭১ সালে আমরা যুদ্ধ করেছিলাম। যুদ্ধে লাখো মা-বোনকে নির্যাতন করে হত্যা করেছে, ঘর বাড়িতে আগুন জ্বালিয়েছে, যুব সমাজকে ধ্বংস করেছে এবং গুলি করে হত্যা করেছে। যুদ্ধের ৫২ বছর পার হয়ে ৫৩ বছর হতে চলেছে। আমরা যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলাম তারা কিন্তু এখন ভুলে নাই। তারা এখনো প্রতিশোধ নেবার জন্য ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। ষড়যন্ত্র থেমে নেই। আগে যেমন দেশী বিদেশী আমেরিকা, পাকিস্তান, আলবদর, আলশাম ঐক্যবদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলো। তারা ভেবেছিলো বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলে স্বাধীনতা বিচলিত হবে, কেউ স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলবে না। কেউ আওয়ামীলীগ সংগঠনের কথা শুনবে না। তারা কখনো ভাবেনি এক বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে এখন হাজারো বঙ্গবন্ধু হাজারো ঘরে ঘরে আছে।

তিনি আরো বলেন, যারা সত্যি বঙ্গবন্ধুর সৈনিক সকলে ঐক্যবদ্ধ ভাবে সকল ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আমরা যেমন বঙ্গবন্ধুকে হারিয়েছি, তবে তারই কণ্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই দেশকে যখন বিশ্বের কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে এটা দেখে পরাজিত শত্রুরা আবারো মাথাচাড়া দিচ্ছে। এই দেশ যারা চাইনি, এদেশে কিছু হোক তারা এখনো চাইনা।

আলোচনা সভা অনুষ্ঠানে পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুকের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও সদর সার্কেল আনিসুজ্জামান লালন, জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সী আলমঙ্গীর হান্নান, মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস, সাবেক বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খান, আলমডাঙ্গা উপজেলা আআওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলি, সাবেক সহ-সভাপতি লিয়াকত আলি লিপু মোল্লা, আমিরুল ইসলাম মন্টু, পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, যুগ্মসাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যার ও ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি সালমুন আহম্মেদ ডন, মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যার কাজি মারজাহান নিতু, কুমারী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু সাইদ পিন্টু, ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম, বেলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান চঞ্চল, জেহালা ইউনিয়ন

আওয়ামীলীগের সভাপতি হাসানুজ্জামান হান্নান, বাড়াদি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক লাল্টু।

এছাড়াও উপজেলা ও পৌরসহ বিভিন্ন ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের গাংনীতে ডিবি পুলিশের অভিযানে পরিত্যক্ত মাদক জব্দ

মেহেরপুরের গাংনীতে পরিত্যক্ত অবস্থায় ৪ কেজি গাঁজা ও ২০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে ডিবি পুলিশ।

আজ রবিবার বিকালে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা শাখার এসআই শাহিনুর রহমানের নেতৃত্বে এএসআই মাসুদ রানা ও কনস্টেবল আশরাফুল ইসলাম এবং মামুন মিয়ার সমন্বিত একটি দল গাংনী থানা এলাকায় অবৈধ মাদকদ্রব্য উদ্ধারের বিশেষ অভিযানে গাংনী উপজেলার চেংগাড়ায় মৃত তাহাজ উদ্দিনের ছেলে আলালের আম বাগানের সামনে একটি সাদা রংয়ের প্লাষ্টিকের বস্তার মধ্যে বাদামী রংয়ের কসটেপ দ্বারা মোড়ানো ২ পোটলায় মোট ৪ কেজি গাঁজা এবং ২০ বোতল ফেনসিডিল পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের অফিসার ইনচার্জ সাইফুল আলম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘মালিক বিহীন পরিত্যক্ত অবস্থায় মাদকগুলি জব্দ করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত গাঁজার আনুমানিক বাজার মূল্য এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা এবং ২০ বোতল ফেনসিডিলের আনুমানিক বাজার মূল্য ৪০ হাজার টাকা। জেলা গোয়েন্দা পুলিশের পক্ষ থেকে এ সংক্রান্ত বিষয়ে গাংনী থানায় একটি মাদক মামলা দায়ের করা হয়েছে।’

আলমডাঙ্গার ডিবি পুলিশের অভিযানে ট্যাপেন্টাসহ দুই মাদক কারবারী আটক

আলমডাঙ্গার রামদিয়া এলাকায় ডিবি পুলিশ অভিযান চালিয়ে ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ মিন্টু (৩০) ও রনি (২০) নামের দুই মাদক বিক্রেতাকে আটক করেছে।

আজ রবিবার বিকেলে রামদিয়া হতে রায়সা যাবার রাস্তার উপর থেকে তাদের আটক করে ডিবি। তাদের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদক আইনে মামলা হয়েছে।

জানা গেছে,আলমডাঙ্গার রামদিয়ায় ট্যাপেন্টাডল ট্যালেট বেচাকেনা হচ্ছে বলে ডিবি পুলিশ গোপন সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারে । সংবাদের ভিত্তিতে জেলা গোয়েন্দা পুলিশেন এসআই মুহিদ হাসান সঙ্গীয় অফিসার এএসআই বিজন ভট্রচার্জি, এএসআই আবেদুর রহমানসহ একদল ফোর্স বিকেলে রামদিয়ার ওই সড়কে উপস্থিত হলে ডিবি পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে দুই মাদক কারবারী দৌড়া পালানোর টেষ্টা করে।

এসময় গোয়েন্দা পুলিশ তাড়িয়ে জামজামি ইউনিয়নের মধুপুর গ্রামের মৃত কবির ওরফে খবিরের ছেলে মিন্টু ও একই গ্রামের রজন আলীর ছেলে রনিকে আটক করে। আটকের পর তাদের দেহ তল্লাশি করে মিন্টুর কাছ থেকে দুই পাতায় ২শ’ পিচ ট্যাপেন্টাডল ও রনির কাছ থেকে ১শ’ পিচ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

আটক দুইজনের আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় মাদক দ্রব্য আইনে মামলা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে ৬২ লাখ

টাকা মৃল্যের ৬ টি স্বর্নের বারসহ আটক ১

চুয়াডাঙ্গার মুন্সিপুর সীমান্ত চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে জুতার সলের ভিতর থেকে ৬ টি স্বর্নের বারসহ রাজ্জাক আলী (৪৯) কে আটক করেছে ৬ বিজিবি।

আজ রবিবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার মুন্সিপুর সীমান্তের জাহাজপোতা গ্রামের সাইনবোর্ডতলা নামক স্থানের তিন রাস্তার মোড় থেকে তাকে আটক করে। আটককৃত চোরাকারবারী দামুড়হুদা থানার মুন্সিপুর গ্রামের হোসেন আলীর ছেলে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ৬ বিজিবির ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মেজর মোঃ রকিবুল ইসলাম, পিএসসি।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মেজর মোঃ রকিবুল ইসলাম পি এসসি বলেন, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারি মুন্সিপুর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে স্বর্নের বার পাচার হবে। খবর পেয়ে মুন্সিপুর কোম্পানী কমান্ডার সুবেদার মিজানুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সীমান্ত পিলার ৯৩/৭-আর হতে আনুমানিক ৭শ গজ বাংলাদেশের ভিতরে জাহাজপোতা গ্রামের সাইনবোর্ডতলা নামক স্থানের তিন রাস্তার মোড় থেকে একটি ডিসকভার ১২৫ সি সি মোটর সাইকেল ফেলে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

এ সময় বিজিবি দুই দিকে বিভক্ত হয়ে রাজ্জাককে আটক করে। পরে তার জিজ্ঞাসাবাদ করলে তার স্বীকারক্তিতে জুতার সোলের ভিতর থেকে স্বর্নের ৬ টি বার উদ্ধার করে। যার আনুমানিক বাজার মৃল্য প্রায় ৬২ লাখ টাকা।

আটককৃত আসামীর বিরুদ্ধে দামুড়হুদা থানায় মুন্সিপুর কোম্পানী কমান্ডার সুবেদার মিজানুর রহমান বাদী হয়ে রাজ্জাকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। এবং আটককৃত সোনার বারগুলো চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারি অফিসে জমা দেওয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ঝিনাইদহের ব্যাংক কর্মকর্তাদের সাথে পুলিশ সুপারের মতবিনিময়

ঝিনাইদহের সকল ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেছেন পুলিশ সুপার আজিম-উল-আহসান।

আজ রবিবার সকালে পুলিশ সুপারের সম্মেলন কক্ষে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় পুলিশ সুপার আজিম-উল-আহসান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইমরান জাকারিয়া, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মীর আবিদুর রহমান, সদর থানার ওসি শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা, ডিএসবি ওসি জাহাঙ্গীর আলম, ডিবি ওসি শাহীন উদ্দিনসহ সরকারি-বেসরকারী দপ্তরের সকল ব্যাংকের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভায় পুলিশ সুপার জেলার ব্যাংকের লেনদেনে স্বচ্ছতা, জাল টাকা রোধ, গ্রাহক হয়রানি বন্ধ, গ্রাহকের নিরাপত্তা, ব্যাংকের নিরাপত্তাসহ নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। সেই সাথে ব্যাংক কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা প্রদাণের আশ্বাসও দেন।

মেহেরপুরে র্যাবের অভিযানে গাঁজাসহ আটক ১

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) মেহেরপুর সিপিসি-৩ অভিযান চালিয়ে ৭০০ গ্রাম গাঁজাসহ মো: মিঠু শেখ (৫৫) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছেন।

আটক মিঠু শেখ মেহেরপুর সদর উপজেলার তেরঘরিয়া আশ্রয়ান প্রকল্পের মৃত বদর শেখের ছেলে।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় তেরঘরিয়া আশ্রয়ন প্রকল্পের মধ্যে অভিযান

চালিয়ে তাকে এই গাঁজাসহ আটক করেন।

র্যাব সিপিসি-৩ মেহেরপুর ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার সহকারি পুলিশ সুপার মো: মনিরুজ্জামানের নেতৃত্বে র্যাবের একটি টিম এই অভিযান চালান।

আটককৃত মাদক ব্যবসায়ী মিঠু শেখের বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৮ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৮ আসামি গ্রেফতার হয়েছে। এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে মাদক মামলায় ২ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ১ ও গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে মাদক মামলার ৫ আসামি গ্রেফতার করেছে।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে দুটি উপজেলার পৃথক স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করে পুলিশ।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম এসব অভিযান পরিচালনা করেন। সংশ্লিষ্ট থানা সূত্র এই তথ্য নিশ্চিত করে।

আজ রবিবার (২৭ আগস্ট) বেলা ১১ টার দিকে গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় স্ত্রী ও মেয়ের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গায় স্ত্রী ও মেয়ের বিরুদ্ধে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ও গলা কেটে মতিয়ার রহমান মতি (৪৮) নামের এক ব্যক্তিকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। নিহত মতিয়ার রহমান মতি চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার কেডিকে ইউনিয়নের দেহাটি গ্রামের মৃত গোলাম হোসেনের ছেলে।

আজ শনিবার (২৬ আগষ্ট) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে জীবননগর উপজেলার কেডিকে ইউনিয়নের দেহাটি গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম জাবীদ হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

কেডিকে ইউনিয়ন পরিষদের ২ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মজিবর রহমান জানান, মতিয়ার রহমান মতি ফেরি করে ক্রোকারিজ সামগ্রী বিক্রি করতেন। তাকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার মেয়ে এবং স্ত্রীর বিরুদ্ধে। শনিবার সকালে মেয়ের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে তিনি খুন হয়েছেন বলে জেনেছি। অনৈতিক প্রস্তাব দিলে বাবার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন বলে দাবি করছেন মা-মেয়ে।

ওসি এস এম জাবীদ হাসান জানান, সকালে খবর পেয়ে নিহতের বাড়ি এসে লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত মতিয়ারের দেহে ধারাল অস্ত্র দিয়ে আঘাতের চিহ্ন আছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিহত মতিয়ার রহমানের স্ত্রী তাসলিমা খাতুন (৪৮) ও মেয়ে ময়না খাতুন (২৫) কে পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হবে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। অন্যান্য আইনগত পদক্ষেপ গুলি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় বাংলাদেশ পুলিশের পদমর্যাদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গায় বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যের পদমর্যাদাভিত্তিক প্রশিক্ষণের আওতাভুক্ত চুয়াডাঙ্গা জেলায় নায়েক ও কনস্টেবলদের ‘দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স’-এর ১২তম ব্যাচের শুভ উদ্বোধন করেন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন।

বাংলাদেশ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন, বিপিএম (বার), পিপিএম সার্বিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ পুলিশের সকল পদমর্যাদার সদস্যদের নিয়ে গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে নয়টার সময় চুয়াডাঙ্গায় ১২তম ব্যাচের সপ্তাহ ব্যাপি পদমর্যাদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার প্রশিক্ষনার্থীদের উদ্দেশ্য পোষাকের মর্যাদা, সৌজন্যতা ও মার্জিত আচরণ, সহকর্মী ও সেবা প্রত্যাশীদের সাথে পেশাগত আচরণ ও করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

উক্ত প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ রিয়াজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল), আনিসুজ্জামান, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্সের আরআই আমিনুল ইসলাম, কুষ্টিয়া ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারের প্রতিনিধিসহ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার প্রশিক্ষণার্থী পুলিশ সদস্যবৃন্দ।